একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী

পদক্ষেপ বার্তা

www.padakhep.org

বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৩৭ । জুলাই ২০২৪

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারদের সহায়তায় শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি)' প্রকল্পের কর্মএলাকায় জুলাই ২০২৪ মাসে ৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের (এলএসআই) সহায়তায় এলাকার একটি নির্দিষ্ট পুকুরে বাঁশের তৈরি নিরাপদ সাঁতার কেন্দ্রে ৬-১০ বছর বয়সি শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয়। ৩টি উপজেলায় সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ গুলোতে প্রকল্প এলাকায় ১০ জন সুপারভাইজার এবং ৮০ জন স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলো গত ২৭ জুন-০৩ জুলাই ও ৬-১২ জুলাই নরসিংদী জেলার মনোহরদী; ৮-১৪ জুলাই লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর; ১০-১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

এরমধ্যে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন সহযোগী দাতা সংস্থা আরএনএলআই এর প্রতিনিধি ডেরেন উইলিয়ামস। তিঁনি স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষক ও সুপাভাইজারদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া পরিদর্শনকালে তিনি স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষণার্থী এবং শিশুর অভিভাবকদের সাথে পারস্পারিক মতবিনিময় করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সিআইপিআরবি এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও এসোসিয়েট সায়েন্টিস্ট ডা. আল আমিন ভুইয়া ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার জোবায়ের আলম। অন্যদিকে লক্ষীপুরে প্রশিক্ষণটি লক্ষীপুর সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মো: মোরশেদ আলম এবং চাঁদপুর সদরের প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াত জামিল সৈকত।

প্রকল্পে শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো, একটি নিরাপদ পুকুরে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ করা। উক্ত প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণের ফলে শিশুরা সাঁতার এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া শিখে একদিকে যেমন ডুবে যাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হবে পাশাপাশি অন্যকেও পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে পারবে। এই কার্যক্রম শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৯০% হ্রাস করবে। জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ দুইটি ধাপে অর্থাৎ প্রধম ধাপে তাত্ত্বিক ও ২য় ধাপে ব্যবহারিক সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সাঁতার প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে সার্বিক সহায়তা করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প এর আওতায় শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের (এলএসআই) সহায়তায় এলাকার একটি নির্দিষ্ট পুকুরে বাঁশের তৈরি নিরাপদ সাঁতার কেন্দ্রে ৬-১০ বছর বয়সি শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে দেশীয় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও র‍্যালি

'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' প্রকল্পের "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় গত ৩১ জুলাই ২০২৪ তারিখ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় পাচুরিয়া এলাকায় বৈরাগী খালে ১৫০০ পিস দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। একই দিন প্রকল্পের আওতায় একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। উক্ত মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও র‍্যালি অনুষ্ঠানে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের পক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তিনি সামুদ্রিক মাছের অবস্থান, গতিবিধি, মজুত নিরূপণ ও আহরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন। সেইসাথে সামুদ্রিক মাছের আহরণ, বিপণন ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করতে পারলে মৎস্য খাত বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে তিনি মনে করেন।

এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া এবং গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মো: নাসির উদ্দিনসহ প্রকল্পে কর্মরত কর্মীবৃন্দ। প্রকল্পের ভিসিএফ বলেন, "আমরা 'পদক্ষেপ' এর গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৯১৩৮ জন মৎস্য চাষী ও মৎস্য খাতের সাথে জড়িত অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের উন্নয়নে বিভিন্ন মৎস্য সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, অনুদান, বাজারজাতকরণসহ মৎস্য চাষীদের জীবনমান উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম"। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মএলাকায় জি-৩ রুই মাছের চাষ, হালদা নদীর পোনা নার্সিং ও আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা ক্ষুদ্র উদ্যোগে ২ জন উদ্যোক্তার মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য পণ্য 'রেডি টু কুক' উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কাজ শুরু হয়েছে যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে"।

'অ্যালায়েন্স হাসপাতাল' ও 'পদক্ষেপ'এর মধ্যে কর্পোরেট চুক্তি সম্পাদন

'অ্যালায়েন্স হাসপাতাল' এবং 'পদক্ষেপ' এর যৌথ উদ্যোগে গত ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে একটি কর্পোরেট চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি সম্পাদনের ফলে পদক্ষেপ এ কর্মরত সকল কর্মী এবং তার পরিবারের বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানগণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মী এবং তার পরিবার অ্যালায়েন্স হাসপাতাল হতে পিসিআর পরীক্ষা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল ও বায়োকেমিস্ট্রি পরীক্ষা উপর ৫%, সকল প্রকার রেডিওলোজি ও ইমেজিং পরিক্ষায় ২০%, হাসপাতালে ভর্তি হলে সিট রেন্টের উপর ১০% এবং আইসিইউ ও এনআইসিইউতে ভর্তি হলে ১০% মূল্যছাড় পাবে। এছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার বিপরীতে বিশেষ মূল্যছাড় প্রাপ্ত হবেন। উক্ত হাসপাতাল থেকে বিশেষ মূল্য ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বা কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সেবা গ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রমাণপত্র যেমন স্টাফ আইডি কার্ড বা ফটোকপি অথবা লিখিত ডকুমেন্টস প্রদর্শন করতে হবে।

মৎস্য চাষীদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলনে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় মৎস্যচাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও চিংড়ি চাষীদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলনের আলোকে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় মৎস্য চাষীদের নিয়ে জুলাই ২০২৪ মাসে মোট ১৯টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণগুলোর আওতায় সর্বমোট ৪৭৫ জন চাষীকে উপরোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ প্রতিনিধি, বিএসসি ফিশারিজ ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল সার্ভিস অফিসারবৃন্দ। প্রশিক্ষণগুলোর আওতায় চাষীদের পুকুর প্রস্তুতকরণ, মাছের পোনা বাছাই, পুকুরে প্রিবায়োটিক ও এর সঠিক ব্যবহার, মাছের খাদ্য নির্বাচন ও মাছ পরিচর্যাসহ বাজারজাতকরণ ও নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন বিষয়ে সার্বিক ধারণা প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডা এর যৌথ অর্থায়নে এবং 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'আরএমটিপি' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় অভিভাবক সভা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজ ভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীর মনোহরদী ও চাঁদপুর সদর উপজেলায় গত ৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোতে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি জন্য অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার মাধ্যমে অভিভাবকদের সাথে শিশুযত্ন কেন্দ্রের যত্নকারী এবং স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের মধ্যে পরিচিতি ও প্রকল্প সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সভায় ১-৫ বছরে শিশুদের দেখেশুনে রাখার পাশাপাশি শিশুযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের নিয়মিত পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এবং ৬-১০ বছর বয়সি শিশুদের সাঁতার শেখানোর গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনা করেন। এছাড়া সভায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব, ইতিবাচকভাবে শিশু লালন-পালনের উপায়, যত্ন, পুষ্টি ও সুরক্ষা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যার ফলে অভিভাবকরা শিশু বিকাশ, শিশু অধিকার এবং শিশুদের পানিতে ডুবাসহ ইনজুরি প্রতিরোধ বিষয়ে জানতে পারে। পাশাপাশি শিশুরা বাড়িতেও যাতে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে সেজন্য মা-বাবাদের করণীয় বিষয়ও সচেতন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি)' প্রকল্পের আওতায় শিশুদেরকে সাঁতার শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণের অংশ হিসেবে অভিভাবক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পে জুলাই ২০২৪ মাসে ২টি লিংকেজের মাধ্যমে উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের নিকলী ও কিশোরগঞ্জ সদরে লিংকেজের মাধ্যমে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণটি ৭ দিন করে ২টি ব্যাচে মুরগি পালন ও বাটিক বিষয়ে ৬০ জন নারী সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। কাপড়ে বাটিক প্রিন্ট করতে হলে কি ধরনের কাপড় এবং কোন ধরনের রং ও কীভাবে প্রিন্ট করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী-দেরকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণে মুরগি পালন বিষয়ে কত দিনের মুরগির বাচ্চা, কী ধরনের মুরগী কোন পরিবেশে রাখতে হবে ও কী ধরনের খাবার এবং কোন ভ্যাকসিন দিতে হবে, কীভাবে যত্ন নিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণটি অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়ন টেকসই করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ ২টিতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু হানিফ মুরগি পালনের উপর এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রশিক্ষিত যুবা জনাব সুমা আক্তার বাটিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণগুরোতে সার্বিক সহযোগিতা করেন কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ ছাইদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

'পদক্ষেপ' এর 'ওপিসি' পাইলট প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন

ওল্ডার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বা ক্লাবগুলি প্রায় ৩০ বছর ধরে সারা বিশ্ব জুড়ে বিদ্যমান। এসব অ্যাসোসিয়েশন বা ক্লাবগুলি বয়স্ক ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং কমিউনিটির সামগ্রিক কল্যাণে অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষ করে যারা অসহায় ও দারিদ্র সীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষ, বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, মহিলা প্রধান পরিবার এবং অন্যান্য। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ করে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় 'পদক্ষেপ' এপ্রিল ২০২৪ থেকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, চাঁদপুর, গোপালগঞ্জ, নাটোর, কিশোরগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এই ৬টি জেলায় 'ওপিসি' পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) এ দুই দিনব্যাপী স্টাফ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্টাফ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওপিসি, সিটিএম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালক (সিটিএম) এর জনাব মো: গোলাম মোস্তফা, পদক্ষেপ এর যুগ্ম পরিচালক ও প্রকল্প টিম লিডার জনাব মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সালেহ বিন সামস। এছাড়াও প্রকল্পের ন্যাশনাল পর্যায়ে কর্মরত কর্মীগণ এবং মাঠ পর্যায়ের জেলা প্রকল্প অফিসার ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত স্টাফ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ৪০০টি ওল্ডার পিপলস ক্লাব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য বাছাই, কমিটি গঠন, পরিচালনা, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং সম্পর্কিত বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি পদক্ষেপ এর বিস্তারিত কার্যক্রম, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিষ্ঠাচার, হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর উপদেষ্টা ড. মো: রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টাফ ওরিয়েন্টেনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

'পদক্ষেপ' এর 'রেইজ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ (অতিমারি) ও বৈশ্বিক মন্দাবস্থার কারণে শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন ও খাতভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেকার তরুণদের কারিগরি ও ব্যবসা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন ও তরুণদেরকে প্রযুক্তি ফাঁদ (Technology Trap) ও স্বল্প মজুরির (Low Wages) চক্র হতে বের করে আনা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী (PwD) তরুণদের রেইজ প্রকল্পে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। 'পিকেএসএফ' ও 'বিশ্বব্যাংক' এর যৌথ অর্থায়নে গত জুলাই ২০২২ সাল থেকে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র দেশের ১০টি জেলার ২২টি উপজেলায় মোট ২৮টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১. কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২. স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন এবং ৩. নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) বা ওস্তাদ-শিষ্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের ১ নং কম্পোনেন্ট এর "কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর-রেইজ ঋণ" কার্যক্রমের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে অর্থায়ন এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক (১,৭০০ জন অগ্রসর- রেইজ ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নিয়ে) মোট ৮৫ ব্যাচের প্রশিক্ষণ গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্মএলাকার ১০টি জেলার ৮টি জোন, ১০টি এরিয়ার (১৫টি উপজেলা) ১৮টি ব্রাঞ্চে বাস্তবায়ন ইতিমধ্যে করা হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্টের "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর 'রেইজ' ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নসহ ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিন/৯৬ ঘন্টার (প্রতিদিন ৬ ঘন্টা) 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক ১১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। সেইসাথে জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, আশকোনা, কামরাঙ্গীরচর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা কর্মএলাকায় সংস্থার ৯টি ব্রাঞ্চে মোট ৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন (১৬দিন/৯৬ ঘন্টার/২ মাস) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মোট ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরমধ্যে সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মোট ২০ ঘন্টা/৪ দিন); "জীবন দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাঠ পরিদর্শন (৪০ ঘন্টা/৬ দিন); ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা (১২ ঘন্টা/২ দিন); বিষয়ভিত্তিক /কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন (২৪ ঘন্টা/৪ দিন) যাবত প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৮টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

এছাড়া কম্পোনেন্ট ৩ এর স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের জন্য "শিক্ষানবিশি (Apprentice-ship)" কার্যক্রম ঢাকার মৌচাক, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত এলাকাসমূহে জুলাই ২০২৪ মাসে ৩য় ব্যাচের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৫১ জন এমসিপি/ গুরু-এর অধীন ১০৩ জন শিষ্য-এর অংশগ্রহণে শুরু হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে শেষ হবে। যেসব ট্রেড-এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান সেগুলো হলো- "গ্রাফিক ডিজাইন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটালেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, হাউজকিপিং এন্ড ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি"। অংশগ্রহণকারীরা উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

এছাড়াও রেইজ প্রকল্পের "কমিউনিটি আউটরিচ" কার্যক্রমের আওতায় চলতি জুলাই মাসে মোট ১০টি 'কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম' প্রকল্পের মিরপুর, মোহাম্মদপুর সদর, বাড্ডা, আশকোনা, কামরাংগীরচর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক এবং ভালুকা কর্মএলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর 'রেইজ' ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন- পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় সকলে সত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে।

প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বীকরণে 'আইজিএ' প্রদান

সমাজে পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে 'পদক্ষেপ'। 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 'আইজিএ' এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। সমাজের মুলধারার সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকল্পের আওতায় নিকলী উপজেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইজিএ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জুলাই ২০২৪ মাসে নিকলী উপজেলার পাঁচরুখী ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ফোরামের আওতায় মোঃ আব্দুল আজিজ মিয়া, মোঃ রাজন মিয়া ও প্রদীপ সরকারকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য বিভিন্ন ধরনের মালামাল প্রদান করা হয়। এসময় পিডিসির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্যব্যক্তি এবং 'পদক্ষেপ' এর কর্মীবৃন্দ উপস্থিত থেকে প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্যদের মাঝে উক্ত মালামাল বিতরণ করা হয়। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও তাদের সুন্দর ভবিষৎ বিনির্মাণে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

জুলাই ২০২৪ মাসে সিপিএফ হতে ৫২ জন কর্মীকে ৪০.২৫ লক্ষ টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৫৩ জন কর্মীকে ১.৫১ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে ১৭৬ জনকে ১.৮৭ কোটি টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে ৪১ জনকে ৯.২০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১৮৭ জন

জুলাই ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ৯৫ জনকে, পাইলট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের ওপিসি পদে ২৭ জনকে এবং প্রধান কার্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী ও SDLP এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ১৯ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' এবং ১০ জন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ও ৩৩ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহি:উৎস প্রশিক্ষণ হিসেবে সহকারী ব্যবস্থাপক পদে ১ জনকে 'VAT & TAX' বিষয়ে এবং ব্যবস্থাপক পদে ১ জনকে Internal Control & Internal Audit ও ব্যবস্থাপক পদে ১ জনকে The Art of Facilitation বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ১৮৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে ১১৬ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

জুলাই ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা, যোগাযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে উপ-পরিচালক পদে ১ জন; লিপ প্রোগ্রামে সহকারী পরিচালক পদে ১ জন, মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে ৭ জন, ম্যানেজার পদে ১ জন ও ইলেকট্রিশিয়ান পদে ১ জন; ইঞ্জিনিয়ারিং সেলে সিনি. ম্যানেজার পদে ১ জন; মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন সেলে ম্যানেজার পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পে গাজীপুরে হিসাবরক্ষক পদে ১ জন; 'আরএমটিপি' প্রকল্পে গোপালগঞ্জে মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার পদে ১ জন ও হিসাবরক্ষক পদে ১ জন; 'সিটিএম' প্রোজেক্টে গোপালগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/চাঁদপুর/মৌলভীবাজার/নাটোর/সাতক্ষীরা জেলায় ফিন্যান্স অ্যান্ড এডমিন ম্যানেজার পদে ১ জন, ডিস্ট্রিক প্রজেক্ট অফিসার পদে ৬ জন ও ফিল্ড/প্রজেক্ট অ্যাসিস্টান্ট পদে ২০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির কুমিল্লা জোনের রামকৃষ্ণপুর ব্রাঞ্চে ১ জন ও হোমনা ব্রাঞ্চে ১ জন, ফরিদপুরের কোটালীপাড়া ব্রাঞ্চে ১ জন ও কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা এরিয়া অফিসে ১ জনকে অফিস সহকারী পদে এবং বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১/এবিএম (লোন) ও বিএম পদে ৬৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'পিআইডিএম' সেবা দিয়েছে ৬৩৬ জনকে

পদক্ষেপ এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম সেন্টারে পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০২৪ মাসে পদক্ষেপ'সহ ১৯টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৬৩৬ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৬টি সভা ও ৪টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু, সরঞ্জামাদি ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে 'রেমিটেন্স' লেনদেন হয়েছে ১২৫টি

জুলাই ২০২৪ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ১২৫ জন গ্রাহককে ৫১.২৬ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৬০,৮১৪ জন গ্রাহককে ৫১৯.৩১ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

শোকবার্তা

প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন গাড়ি চালক আমাদের সহকর্মী মো: জসিম উদ্দীন (কর্মী পরিচিতি নং-০১৮৮৪৪০৮২৩) গত ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখ রোজ সোমবার রাত ০৯:৩০ ঘটিকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। সহকর্মীর এই দুঃখজনক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন ও পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।